UNITED PEOPLES DEMOCRATIC FRONT (UPDF)
ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)

(A political party based in the Chittagong Hill Tracts, Bangladesh)
Mailing Address :Swanirbhar bazaar, Khagrachari, Northern Chittagong Hill Tracts, Bangladesh. Phone: 0371-61328
Email. updfcht@yahoo.com Website: www.updfcht.org

Ref: **প্রেস বিজ্ঞপ্তি** **Date:** *৫ অক্টোবর ২০০৬*

পার্বত্য চট্টগ্রামে অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে ৭ দফা দাবি তুলে ধরতে ইউপিডিএফ-এর সাংবাদিক সম্মেলন

পার্বত্য চট্টগ্রামে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন, সেনা তৎপরতা-নির্যাতন বন্ধ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি আলাদা আধা-স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আজ ৫ অক্টোবর পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য চট্টগ্রামে নিরপেক্ষ নির্বাচনের স্বার্থে ৭ দফা দাবি তুলে ধরতে গিয়ে এ কথা বলেন। ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ উক্ত দাবি আদায়ে আন্দোলনের কর্মসূচীরও ঘোষণা দেন।

লিখিত বক্তব্যে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বলেন, "বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে স্বীকৃতি দিয়ে রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলে সেখানকার জনগণ ক্রমান্বয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক অবস্থান থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আরম্ভ করে সংসদীয় আসনগুলো পর্যন্ড় হয় বহিরাগতদের কাছে নতুবা জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সমগ্র বাংলাদেশে প্রকৃত জনপ্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের লক্ষ্যে এ অবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার।"

নেতৃবৃন্দ হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলায় ৫০ হাজার ভূয়া ভোটার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেন এবং বলেন, যেখানে ক্ষমতাসীন দলের এমপির নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ ও দাপট রয়েছে সেখানে সবচেয়ে বেশী ভূয়া ভোটার রয়েছে এবং এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আগামী নির্বাচনে প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষ ভূমিকা সম্পর্কে আশঙ্কা প্রকাশ করে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বলেন, বিগত সংসদ নির্বাচনে সেনাবাহিনীর কতিপয় কমান্ডার বিএনপি প্রার্থী ওয়াদুদ ভূঁইয়ার পক্ষ্যে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালায়। সম্প্রতি ২০ সেপ্টেম্বর রাঙ্গামাটির কাউখালিতে অনুষ্ঠিত ৩ নং ঘাগড়া ইউপি উপনির্বাচনেও প্রশাসনের পক্ষপাতমূলক ভূমিকার ব্যাপারে একই ধরনের অভিজ্ঞতা পাওয়া গেছে তারা দাবি করেন।

সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য ইউপিডিএফ ৭ দফা দাবি তুলে ধরে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে ১. পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা; বহিরাগত সেটলার, সেনাবাহিনীর সদস্য ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্যরা যাতে সমতলে স্ব স্ব এলাকায় পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২. নির্বাচনের কমপক্ষে তিন মাস আগে থেকে সেনাবাহিনীর তৎপরতা বন্ধ রাখা; অপারেশন উত্তরণের নামে সাধারণ নিরীহ জনগণসহ ইউপিডিএফ-এর ওপর দমন পীড়ন বন্ধ করা ও প্রশাসনের ওপর সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ বন্ধ

করা। ৩. পাহাড়ি জনগণের ভূমি বেদখল বন্ধ করা এবং ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ৪. হালনাগাদকৃত ভোটার তালিকা থেকে অপ্রাপ্তবয়স্ক ও ভূয়া ভোটারদের বাদ দেয়া এবং যারা বাদ পড়েছেন তাদের তালিকাভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ৫. নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সেনা হস্তক্ষেপ বন্ধ করা; ভোট কেন্দ্রে নিরাপত্তার জন্য কেবল পুলিশদের নিয়োগ করা। ৬. দূরবর্তী পাহাড়ি এলাকার জনগণ যাতে সহজে ও অবাধে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সে সব এলাকায় তাদের জন্য সুবিধাজনক স্থানে ভোট কেন্দ্র স্থাপন করা। ৭. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ অঞ্চল বিধায় এ অঞ্চলের জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে একটি আলাদা আধা-স্বায়ত্তশাসিত নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা করা।

দেশে বিরাজমান অস্থির পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে নেতৃবৃন্দ বলেন, "সংবিধানে ১৯৯৬ সালে প্রবর্তিত অনির্বাচিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা শাসক গোষ্ঠির সাংবিধানিক সংকট দূর করার ক্ষেত্রে দ্রুত অকার্যকর হয়ে যাচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।" এই নির্বাচনী ও সাংবিধানিক সংকটকে দেশের বিরাজমান চরম বৈষম্যমূলক ও নৈরাজ্যিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই বাহ্যিক রূপ হিসেবে অভিহিত করে তারা বলেন, শাসকগোষ্ঠিভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে এ সংকট থেকে দেশকে উদ্ধার করার কোন সামর্থ্য নেই। এই সংকট থেকে পরিত্রাণের জন্য দরকার প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির নেতৃত্বে জনগণের ক্ষমতা কায়েম করা।

সংবাদ সম্মেলনে ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ উক্ত দাবিসমূহকে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত, যৌক্তিক ও গণতন্ত্র-সম্মত অভিহিত করে সেগুলো আদায়ের জন্য এ্যকশন কর্মসূচী ঘোষণা করেন। কর্মসূচীগুলোর মধ্যে রয়েছে ১১ অক্টোবর নাগরিক সভা, ১৭ অক্টোবর জেলা নির্বাচন অফিস অভিমুখে মিছিল ও নির্বাচন কমিশন বরাবরে স্মারকলিপি পেশ, ১২-২০ অক্টোবর বিভিন্ন থানার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময় ও ২১ অক্টোবর তীর ধনুক মিছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে উক্ত কর্মসূচীগুলো খাগড়াছড়ি জেলায় পালন করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমারী চাকমা। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ইউপিডিএফ নেতা সচিব চাকমা ও উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ মানিকছড়ি ইউনিটের সংগঠক হ্লামা প্রু মারমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি দীপংকর চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেত্রী সুমনা চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেত্রী কণিকা দেওয়ান।

বার্তা প্রেরক

রিপন চাকমা
প্রেস সেকশন
ইউনাইটড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)
চট্টগ্রাম ইউনিট